তারিখ ... 28 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

ময়মনসিংহ মেডি. কলেজ হাসপাতালে দালাল-কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ

কমেছে রোগী ভোগান্তি

জেলা বার্তা পরিবেশক, ময়মনসিংহ,

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসাপাতালে এখন দালালদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে দালাল কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য বন্ধ হওয়ায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের একচ্ছত্র আধিপত্য নেই, ট্রলিতে করে রোগী নিলে আয়াদের ও ঝাড়ুদারদের এখন আর বকশীসের নামে টাকা দিতে হয় না। রোগীর জন্যে সব ধরনের ওষুধ এখন হাসপাতালেই পাওয়া যায়, সরকারি বরাদ্দ অনুযায়ী রোগীদের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে, অনেকাংশেই ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে ওয়ার্ডের দুর্গন্ধযুক্ত টয়লেটগুলোর। সংস্কার করা হচ্ছে হাসপাতালের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, লিফ্‌ট ও অবকাঠোমো। এখন হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বুকে ঝুলছে তাদের নিজস্ব পরিচয়পত্র; আর পোশাক দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে কে আয়া, কে ঝাড়ুধার আর কে কর্মকর্তা। কর্মকর্তা কর্মকচারীদের বেতন প্রতি মাসে এখন ব্যাংক একাউন্টে চলে যায়।

জানা গেছে, গত ২০ বছর ধরে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, বিভিন্ন বিভাগের ঠিকাদার আর স্থানীয় কিছু প্রভাবশালীদের সিন্ডিকেটের দৌরাত্মে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চলে আসছিল নৈরাজ্য আর অরাজক পরিবেশ।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, পরিচালক হিসেবে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো: নাসির উদ্দিন গত বছরের নভেম্বরে যোগদান করার পর থেকে এই সব পরিবর্তন হয়ে আসছে। অনেক প্রতিকুলতার মাঝে সাহসিকতার সাথে তিনি এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেছে দেয়ালের বিভিন্ন স্থানে রোগীদের উদ্দেশে বেশ কিছু নোটিশ বোর্ড লাগানো হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে. 'হাসপাতাল থেকে সকল ঔষধ পত্র সরবরাহ করা হয়। কোনো নাম বা স্বাক্ষরবিহীন ব্যবস্থাপত্র অথবা পরীক্ষা নিরীক্ষার স্লিপ হাতে পেলে এডি এডিমন এর কাছে রিপোর্ট করুন। স্টোরে কোন ঔষধ না পাওয়া গেলে তা জানান। বাহির থেকে ঔষধ কিনতে হলে তা পরিচালকের পিএর কাছে উপস্থাপন করুন।' এ ধরনের নোটিশ দেখেই বোঝা যায় সেবার মনোভাব নিয়েই কর্তৃপক্ষ কাজ করছে। শুধু ওষুধ সরবরাহের ক্ষেত্রেই নয় রোগীদের সরবারহকৃত খাবারের মান, হাসপাতালের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, ওয়ার্ড বয়, আয়াসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দায়িত্ব পালনে সেবাদানের মনোভাব পোষন করার ক্ষেত্রেও সমানভাবে পদক্ষেপ নিয়েছেন। কর্মচারিদের নির্দিষ্ট রং এর আলাদা আলাদা ড্রেস প্রদান করা হয়েছে যা দেখে সবাই বুঝতে পারবে কে ওয়ার্ড বয়, কে আয়া। রোগীদের সাথে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্ব্যবহার বন্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে বলেও জানালেন পরিচালক। হাসপাতালের ভবনে ব্যবহৃত পুরনো লিফটগুলো দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার করা হয়নি। সম্প্রতি একটি লিফট দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনাও ঘটেছে। এই লিফট সংস্কারের জন্যে গণপূর্তের বরাদ্দকৃত টাকার সাত ভাগের এক ভাগ টাকা দিয়ে লিফট সংস্কার করা হয়েছে। বিদ্যুতের বাল্ব লাগানোর ক্ষেত্রেও গণপূর্ত বিভাগ এক ধরনের অনিয়ম করে আসছিল। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সগুলোর মাইলো মিটার নষ্ট রেখে প্রতিবার যেখানে ছয় লাখ টাকা জ্বালানির বিল করা হতো সেখানে এখন বিল আসছে ৭০ হাজার টাকা। হাসপাতালে রোগীদের খাবারের তালিকায় খাসীর মাংস বরাদ্দ থাকলেও কোন দিন খাসীর মাংস সরবরাহ করা হতো না, রুই-কাতলা মাছের ক্ষেত্রে রোগীরা দেয়া হতো পাঙ্গাস মাছ। হরলিকসের পরিবর্তে দেয়া হতো বিস্কুটের গুড়া। ইতোমধ্যে খাবার সরবরাহের দুই ঠিকাদারের লাইসেন্স কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সঠিক নিয়মে ও সঠিক পরিমাণে রোগীদের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। হাসপাতালে ঘুরে দেখা গেছে সার্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। এ ব্যাপারে হাসপাতাল পরিচালক ব্রিগেডিয়ার নাসির উদ্দিন গত মঙ্গলবার সাংবাদিকদের বলেন, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি একটি বিভাগীয় হাসপাতাল এটির সেবার মান উন্নয়নে আমি আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করি। শুধু তাই নয়, এই হাসপাতালের উন্নত সেবা পাওয়া আপনাদের একটি অধিকার এর জন্যে আপনারা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন। আমি এই হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নে শেষ চেষ্টাটুকু করে যাব।